দৈনিক ইনকিলাব

তা[illegible]: 07 JUL 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

দুই লক্ষাধিক শিক্ষকের ট্রেনিং নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

মোবায়েদুর রহমান

বাংলাদেশে মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও গুণগত মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে হর হামেশা অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। রাজনীতি, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্রুত অপসৃয়মান। গুণগত মানের হ্রাস প্রাপ্তি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বহু শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে কেউ গ্রাস করা শুরু করেছে। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের দলাদলি অস্ত্রবাজী ও পরীক্ষা হলে পাইকারী হারে নকলের কথা জেনে এসেছি। কিন্তু বিগত কয়েক বছর. হলো শিক্ষার মান ও বিশেষ বিশেষ মাপকাঠিতে নির্ধারিত হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে প্লেইন লিভিং হাই থিংকিং আজ যেমন আপ্ত বাক্যে পর্যবসিত হয়েছে তেমনি মফস্বলের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত স্কুলে লেখাপড়া করে শিক্ষা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান করে নেয়ার যুগও মনে হয় বাসি হতে চলেছে। ভালো রেজাল্ট করতে হলে চাই গণ্ডায় গণ্ডায় গৃহশিক্ষক। ভিখারুন্নেসা গার্লস স্কুল থেকে মেধা তালিকার উপরের দিকে স্থান প্রাপ্ত লিভা কাদেরকে এদিক দিয়ে ট্রেন্ড সেটার বললে অত্যুক্তি হবে না। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যারা ইদানীং ষ্ট্যাণ্ড করছে তাদের সিংহভাগ ছাত্রই পড়ছে ক্যাডেট কলেজ, ল্যাবরেটরী স্কুল, ভিখারুন্নেসা স্কুল, হলিক্রস স্কুল প্রভৃতি হাতেগোনা কয়েকটি ব্যয় সাপেক্ষ বড়লোকী স্কুলের। যারা ষ্ট্যান্ড করছে প্রতি বছরই বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও বাংলাদেশ এবং জাতীয় দৈনিকগুলো তাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে এবং তা ফলাও করে প্রচার করছে। এসব ইন্টারভিউ থেকে জানা যায় যে, এদের অধিকাংশেরই ৪-১০ জন গৃহশিক্ষক ছিল।

আর্থ-সামাজিক বির্বতনের সাথে সাথে গৃহ শিক্ষার ধরন-ধারণও পাল্টে যাচ্ছে। নাম করা কোন গৃহশিক্ষকই তার গৃহে এসে শিক্ষা দান করেন না গৃহের শিক্ষা স্থানান্তরিত হয়েছে 'গুরু গৃহে'। ব্যক্তিগত কোচিং-এর স্থান দখল করেছে এখন গ্রুপ কোচিং। এক জন গৃহশিক্ষক এখন দৈনিক ৩ থেকে ৬ পালায় ৬ গ্রুপকে পড়ান। ঢাকার একাধিক শিক্ষককে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যারা ছাত্রদের সংখ্যাধিক্যের ফলে সশরীরে কোচ করানোর পরিবর্তে ভিডিও কোচিং শুরু করেছে। এ সবের ফলে শিক্ষা ও শিক্ষকতার পেশা চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ডাক্তারী পেশার রং ঢং গ্রহণ করছে। মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ পিজি বা পঙ্গুর ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তারা যেনতেন প্রকারে হাসপাতালে তাদের চাকরির ডিউটি সেরেই ছোটেন প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিজস্ব চেম্বারে। তারপর আছে প্রাইভেট ক্লিনিক। ছোটেন এক ক্লিনিক থেকে আরেক ক্লিনিকে। অনুরূপভাবে শিক্ষকতার মহান ব্রতে নিয়োজিত শিক্ষক সাহেবানরাও যেনতেন প্রকারে স্কুলে জ্ঞান দান করে ছোটেন প্রাইভেট টিউশনি বা প্রাইভেট কোচিং-এ। এর অবধারিত পরিণতিতে যা ঘটবার তাই ঘটছে। সাধারণভাবে শিক্ষা এবং বিশেষভাবে শিক্ষকের মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে শিক্ষার মান কেমন সে প্রশ্নের জবাব সম্ভবতঃ এক কথায় দেওয়া যাবে না। মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তি থেকে শুরু করে যারা স্টার মার্ক পাচ্ছে তাদেরকে একটি বন্ধনিতে ফেলা যায়। এদের সাধারণ মেধা অনেক উচ্চস্তরের। কিন্তু যারা প্রথম বিভাগের নীচের অংশে থাকে তাদের থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ নিয়ে পাস করা ছাত্রদের যৎকিঞ্চিৎ পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া তারা সম্পূর্ণ ফাঁপা। এভাবে সকলের অলক্ষ্যে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রেও একটি অকথিত অলিখিত বিভাজন রেখা টানা হয়ে গেছে। এ সবের জন্য যতনা দায়ী ছাত্রদের মানের অবনতি তার চেয়ে বেশী দায়ী হলো শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকদের মানের ঘোরতর অবনতি। আমরা গভীর মর্মবেদনার সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষকদের মান অতিদ্রুত নেমে যাচ্ছে।

কিন্তু কেন এমন হলো? পেশাগত ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য সেই পাকিস্তান আমলেই তো শিক্ষা সম্পরসারণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই কেন্দ্রের নানাবিধ রূপান্তর ঘটে। আশা করা গিয়েছিল যে, এসব সরকারী সংস্থায় পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরা বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানে গরিমায় এক একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বেরোবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সে আশা চুরমার হয়ে গেছে। কেন হয়েছে তা জানতে হলে আমাদেরকে পেছনে ফিরে যেতে হবে। শিক্ষক গড়ার কারিগর ঐ শিক্ষা সম্পরসারণ কেন্দ্রে।

আগেই বলেছি যে, পাকিস্তান আমলে এই কেন্দ্র স্থাপিত। মাধ্যমিক শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে ইনসার্ভিস ট্রেইনিং বা চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়।

১৯৬১-৬২ সালে পাঠ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। ছাত্র অবস্থাতেই শিক্ষার্থীরা যাতে করে কৃষি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস, বাণিজ্য ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি সম্পর্কে যাতে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারে সে জন্যই শিক্ষাক্রমে এই বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করা। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এই যে, শিক্ষকবৃন্দ যারা অনেক আগে স্কুল কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছেন তাদের সিলেবাসে তো এ সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না সুতরাং তাঁরা এসব বিষয় শিক্ষা দেবেন কিভাবে? সুতরাং শিক্ষকগণকে এসব বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দান করার জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু এতে একটি বিপত্তি দেখা দেয়। শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র তো শিক্ষকদের ঠিকই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কিন্তু তারা শিক্ষকগণকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ-এর উপর কোনরূপ ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দিতে অপারগ হয়। কেননা, এই প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি কেন্দ্র বা সেন্টার।

আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন সেন্টারকে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী দেয়ার কোন ক্ষমতা অর্পণ করে না। এই প্রশাসনিক জটিলতা দূর করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (বেরি) করা হয়।

(চলবে)